তারিখ 26 APR 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ১

কালের কণ্ঠ

শিক্ষায় বরাদ্দ দেওয়া উচিত জিডিপির ৪ শতাংশ

সর্বস্তর থেকেই তাগিদ মান বাড়ানোর

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বাংলাদেশে জিডিপির অন্তত ৪ শতাংশ বরাদ্দ শিক্ষায় দেওয়া উচিত। তবে এর পরও থেমে থাকা যাবে না। তা পর্যায়ক্রমে বাড়িয়ে ৬ শতাংশ বা মোট বাজেটের ২০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। পাশের প্রায় সব দেশই শিক্ষায় আমাদের চেয়ে বেশি ব্যয় করে। শিক্ষা খাতে আফগানিস্তান ব্যয় করে জিডিপির ৪.৬ শতাংশ, ভুটান ৫.৬ শতাংশ, নেপাল ৪.১ শতাংশ, ভারত ৩.৯ শতাংশ ও পাকিস্তান ২.৫ শতাংশ। অথচ বাংলাদেশে ১৪ বছর ধরেই শিক্ষায় বরাদ্দ জিডিপির ২ শতাংশের নিচে। চলতি অর্থবছরে এ বরাদ্দ ছিল ১.৯ শতাংশ। আর শুধু বরাদ্দ বাড়ালেই চলবে না, এর সঠিক ব্যবহার করে মানেরও ব্যাপক উন্নয়ন করতে হবে।

গতকাল সোমবার রাজধানীর গুলশানে লেকশোর হোটেলে গণসাক্ষরতা অভিযান ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত 'বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটে শিক্ষায় বরাদ্দ' শীর্ষক ডায়ালগ অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধে এসব

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

শিক্ষায় বরাদ্দ —

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

কথা বলা হয়। শুরুতেই সিপিডির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান জানান, শিক্ষার বরাদ্দ কেমন হবে তা নিয়ে তাঁরা ফেসবুকে জনসাধারণের মতামত চান। সেখানে অংশ নেওয়া প্রায় এক লাখ ৬৩ হাজার লোক বরাদ্দ বাড়াতে হবে বলে মতামত দেয়। অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী মিয়া বলেন, 'আজকের এই আলোচনা যদি ফেব্রুয়ারিতে হতো, তাহলে তা ফলপ্রসূ হতো। কারণ বাজেটের বেশির ভাগ কাজই শেষ পর্যায়ে। তবে বরাদ্দ অবশ্যই বাড়াতে হবে।'

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'আমাদের যে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়, তা দিয়ে চালানো খুব কঠিন। এক টাকা দিয়ে এখন দুই টাকার কাজ করতে হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, সঙ্গে অনেক উন্নতিও আছে। আর আমিই প্রথমে বলেছি, আমাদের প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে গুণগত মানের উন্নয়ন। তবে এ জন্য দরকার দক্ষ শিক্ষক। আর শিক্ষকদের কমিটমেন্টও থাকতে হবে। এসব কিছুই আমরা পর্যাক্রমে উন্নয়নের চেষ্টা করছি।'

অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, 'শিক্ষায় যে টাকাটা বরাদ্দ হয় সেটা যথাযথভাবে ব্যয় হয় কি না, এটা আগে নিশ্চিত করতে হবে।'

অর্থ মন্ত্রণালয়সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ড. মো. আবদুর রাজ্জাক বলেন, 'শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়ানো উচিত—এতে কোনো সন্দেহ নেই। শিক্ষায় আমাদের অর্জন আছে আবার দুর্বলতাও আছে। শিক্ষার মান নিয়ে পুরো জাতিই আতঙ্কিত।'

পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য অধ্যাপক সামসুল আলম বলেন, 'প্রাথমিক শিক্ষায় ৯ মাসে ৪৬ শতাংশ অর্থ ব্যয় হয়েছে। এটা কেন ৭০ শতাংশ হলো না। টাকা যদি ব্যয়ই করতে না পারে তাহলে বরাদ্দ দিয়ে কী হবে?' অধ্যাপক এম এম আকাশ বলেন, 'বিশেষ করে আমাদের মাধ্যমিক স্কুল নিয়ে ভাবতে হবে। ভালো শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। ইউনেস্কোর সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষায় বাজেটের ২০ শতাংশ বা জিডিপির ৬ শতাংশ বরাদ্দ থাকার কথা। আর আমাদের শিক্ষানীতিতে ১ শতাংশ করে বাড়িয়ে প্রথমে জিডিপির ৪ শতাংশ ও পরে ৮ শতাংশে উন্নীত করার কথা।'

গণস্বাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরীর সভাপতিত্বে আরো বক্তব্য দেন অধ্যাপক ড. মনজুর আহমেদ, সিপিডির রিসার্চ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান প্রমুখ।